দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ JUN. 15 2006
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

শিক্ষাজীবনে তৃতীয় বিভাগ—বোঝা নাকি অভিশাপ?

একাডেমিক ফলাফলের ক্ষেত্রে তৃতীয় বিভাগ চালু থাকা অবস্থায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিগুলোতে জুড়ে দেয়া শর্ত 'শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরে তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়' চরম অমানবিক নয় কি? একজন ছাত্র ১৬/১৭ বছর কষ্ট করে লেখাপড়া করে শুধু একটি তৃতীয় বিভাগ পাবার কারণে চাকরির জন্য আবেদন করতে পারবে না এটা কি হওয়া উচিত? হয় তৃতীয় বিভাগ থাকবে না নয়তো তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্তদের শর্তসাপেক্ষে যেমন একটি তৃতীয় বিভাগের বিপরীতে একটি প্রথম বিভাগ চাকরিতে আবেদন করার সুযোগ দিতে হবে। তা না হলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে কি তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্তরা পথে পথে ঘুরবে? কর্মসংস্থানের কোনো সুযোগ পাবে না?

'কোনো স্তরে তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়'—এটা যদি কোনো নিয়ম বা আইন হয়ে থাকে তবে নীতি-নির্ধারণকারী উঁচুতলার মানুষদের কাছে আমার প্রশ্ন যারা চাকরিতে আবেদন করতে পারছেন না তাদের দায়িত্ব কে নেবে? তারা কি আজীবন বেকার থাকবে? আর এই শর্তটি যদি নিয়ম বা আইন না হয়, তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করবো যেন তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্তদের চাকরিতে আবেদন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না করা হয়। শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা পদ্ধতি চালু হওয়া সত্ত্বেও অনেক প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন সার্টিফিকেটও চাচ্ছে এবং শর্তও জুড়ে দিচ্ছে। ঢালাওভাবে 'তৃতীয় বিভাগ গ্রহণীয় নয়' না বলে পয়েন্ট বিবেচনা করা যেতে পারে। জীবনে একটা তৃতীয় বিভাগ থাকলেই সে খারাপ ছাত্র হবে এমন কোনো কথা নেই। দুর্ঘটনাবশত শিক্ষাজীবনে একটি তৃতীয় বিভাগ এসে যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ সম্পর্কে যাদের ধারণা আছে তারা জানেন যে, এ বিভাগে ভালো ছাত্ররাই শুধু ভর্তি হতে পারে। কিন্তু এদের প্রায় অর্ধেকই তৃতীয় বিভাগের বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়ায় শিক্ষাজীবন শেষ করার পর। এদেরকে চাকরিতে আবেদন করার সুযোগ না দিয়ে বেকারত্বের ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া অবশ্যই মানবিক নয়।

নিয়ম তো হওয়া উচিত জনহিতকর। তৃতীয় বিভাগ একজনের জন্য এমনিতেই বোঝা। বর্তমান নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্ত তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্তিকে অভিশাপে পরিণত করেছে। ফলাফলের ক্ষেত্রে তৃতীয় বিভাগ তুলে দেবার সময় মাথায় রাখতে হবে যে, এর আগে যারা তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে তাদেরকে চাকরিতে আবেদন করার সুযোগ দিতে হবে। সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি হয়তো শীঘ্রই চালু হবে এবং তখন এ সমস্যার কিছুটা সুরাহা হবে। কিন্তু এর মাঝখানে যারা দুর্ঘটনাবশত একটি তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে বা পাচ্ছে তারা যেন কোনোক্রমেই চাকরিতে আবেদন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় সেটা নিশ্চিত করার জন্য সরকার, যথাযথ কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্তদের অন্তত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়া হোক। তবেই হয়তো তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্তরা অভিশাপমুক্ত হবে এবং তাদের বোঝাটা কিছুটা হলেও হালকা হবে।

আবু জাহিদ আল বোরহান,
প্রধানশিক্ষক, পারিলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পবা, রাজশাহী।